গুড় উৎপাদন এলাকা

দেশের চিনিকল বহির্ভূত এলাকার মধ্যে সবচেয়ে অধিক গুড় উৎপাদনকারী জেলাসমূহের মধ্যে চাঁপাই নবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, বরিশাল, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, শরিয়তপুর ও হবিগঞ্জ অন্যতম। এ ছাড়াও ময়মনসিংহ, খুলনা, কুমিল্লা, সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলাগুলোতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গুড় উৎপাদন হয়ে থাকে। বর্তমানে মিল জোন এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুড় উৎপাদন হয়ে থাকে নাটোর, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর জেলাসমূহে। চিনিকল বর্হিভূত এলাকায় বিলুপ্তপ্রায় রোগ ও পোকা মাকড় আক্রমণপ্রবণ ইক্ষুজাতের আবাদই বেশী। ফলে গুড় উৎপাদন এলাকায় ইক্ষুর ফলন তুলনামূলকভাবে কম। এ ছাড়া চিনিকল বর্হিভূত এলাকায় ইক্ষু ও গুড় উন্নয়নের জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা না থাকায় উচ্চ ফলনশীল রোগমুক্ত ইক্ষু বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, তদারকী ঋণ এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান সম্ভব হয় না। বাংলাদেশের গুড়জোন এলাকাসমূহের মধ্যে বিশেষকরে সিরাজগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, মাদারীপুর ও মানিকগঞ্জের ইক্ষু চাষীরা আগাম গুড় উৎপাদন করে থাকে। জরীপে দেখা গেছে যে, দেশের বিভিন্ন গুড় উৎপাদন এলাকাসমূহে গড় গুড় আহরণ হার ৯.৬ ভাগ।

এলাকাভিত্তিক গুড় আহরণের হার

থানা	গুড় আহরণ(%)
সদরপুর (ফরিদপুর)	৯.৮৯
সিঙ্গাইর(মানিকগঞ্জ)	৮.৯২
কাপাসিয়া(গাজীপুর)	৮.৯৭
নকলা(জামালপুর)	১১.৭০
সিরাজগঞ্জ(সদর)	৮.৩৯
পাবনা (সদর)	১০.৩৪
শিবগঞ্জ(নবাবগঞ্জ)	৯.৮৯
খাকসা(কুষ্টিয়া)	৯.৮৮
গড়	৯.৭৫

গুড় উৎপাদনের জন্য উপযোগী ইক্ষুজাত

উন্নতমানের গুড় উৎপাদনের জন্য উপযোগী ইক্ষুজাত, দক্ষ জনশক্তি ও উৎপাদন কলাকৌশল প্রয়োজন। গুড়ের গুণগতমান ইক্ষুজাতের গুণাবলীর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। কম আঁশযুক্ত, নরম, স্বাভাবিক ষ্টক (২.৫ সে.মি. ব্যাস), হালকা রং, রস সহজেই পরিশোধনযোগ্য, কম খনিজ পদার্থ, বেশী চিনি এবং কম গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ বিদ্যমান এরূপ ইক্ষুজাত গুড়ের জন্য বিশেষ উপযোগী। বাংলাদেশের চিনিকল বহির্ভূত এলাকায় গুড় উৎপাদনের জন্য যে ইক্ষুজাত চাষ করা হয় তার প্রায় অধিকাংশই বিলুপ্ত (degenerated) জাত। এই ইক্ষুজাতগুলো থেকে বর্তমান অবস্থায় উন্নতমানের গুড় উৎপাদন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মিল বহির্ভূত গুড় জোন এলাকাসমুহে অনুমোদিত ও উপযোগী ইক্ষুজাতের চাষ এখনও তেমন প্রসার লাভ করে নাই। বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় ইক্ষুজাত যেমন– সিও ৪১৯ (বাবুলাল), কিউ ৬৯ (হল্যান্ডার), সিও ৫২৭ (হুল বা হুলিয়া জবা), সিও ১১৪৮, সিও ১১৫৮, ঈশ্বরদী ১/৫৩, বিও ১৭ এবং স্থানীয় নামে মিশ্রিমালা, আটাশ, নলিনী, নল খাগড়া, চিনি চম্পা ও নগরবাড়ীই প্রধান। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এ পর্যন্ত মোট ৪০টি ইক্ষুজাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করা হয়েছে। উদ্ভাবিত এ সকল ইক্ষুজাত সমুহের মধ্যে ঈশ্বরদী ২/৫৪, ঈশ্বরদী ১৬, লতারি জবা সি, ঈশ্বরদী ২০, ঈশ্বরদী ২৮,ঈশ্বরদী ২৯, ঈশ্বরদী ৩২ ও বিএস ৯৬ মিল জোন এলাকা সমূহে ব্যাপকভাবে আবাদ করা হয়।

গুড়ের জন্য উপযোগী ইক্ষুজাত ইশ্বরদী ১৬ এবং ইশ্বরদী ৩৬